সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন কাঠামো

সরকারি আইন সহায়তা বিষয়ক আইন, নীতিমালা, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা

১) আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০

২) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১১

৩) আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা ২০১৪

৪) আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫

৫) আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫

৬) চৌকি আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী, ইত্যাদি প্রবিধানমালা, ২০১৬

৭) শ্রম আদালতের বিশেষ কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী, ইত্যাদি প্রবিধানমালা, ২০১৬

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০

- দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থী জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ২০০০ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ নামে একটি আইন প্রণয়ন করে।

- এ আইনের আওতায় সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং এ সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলায় জেলা ও দায়রা জজকে চেয়ারম্যান করে একটি করে জেলা কমিটি গঠন করেছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- সরকার এ আইনি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় “জেলা লিগ্যাল এইড অফিস” স্থাপন করেছে এবং এ অফিসের জন্য জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহায়ক ৩ টি পদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জনবলের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আইনগত সহায়তা কি ?

আইনগত সহায়তা'র অর্থ আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং বিভিন্ন কারণে বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে -

- ❑ কোন আদালতে দায়ের যোগ্য মামলায় আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- ❑ দায়ের হয়েছে বা বিচার চলছে এমন মামলায় আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- ❑ আইনজীবীর ফিস বা মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ প্রদান;
- ❑ নিযুক্ত সালিশকারীকে সম্মানী প্রদান;

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

আইনী পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা কারা পাবে ?

আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা - ২০১৪ এর ৩ নং বিধান অনুসারে :

যেকোন ব্যক্তি, তার আর্থিক সামর্থ্য যাই হোক না কেন, সরকারি আইনগত সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত আইনগত তথ্য সেবা গ্রহণ, আইনগত পরামর্শ গ্রহণ কিংবা বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির সেবা গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে ।

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাঠামো

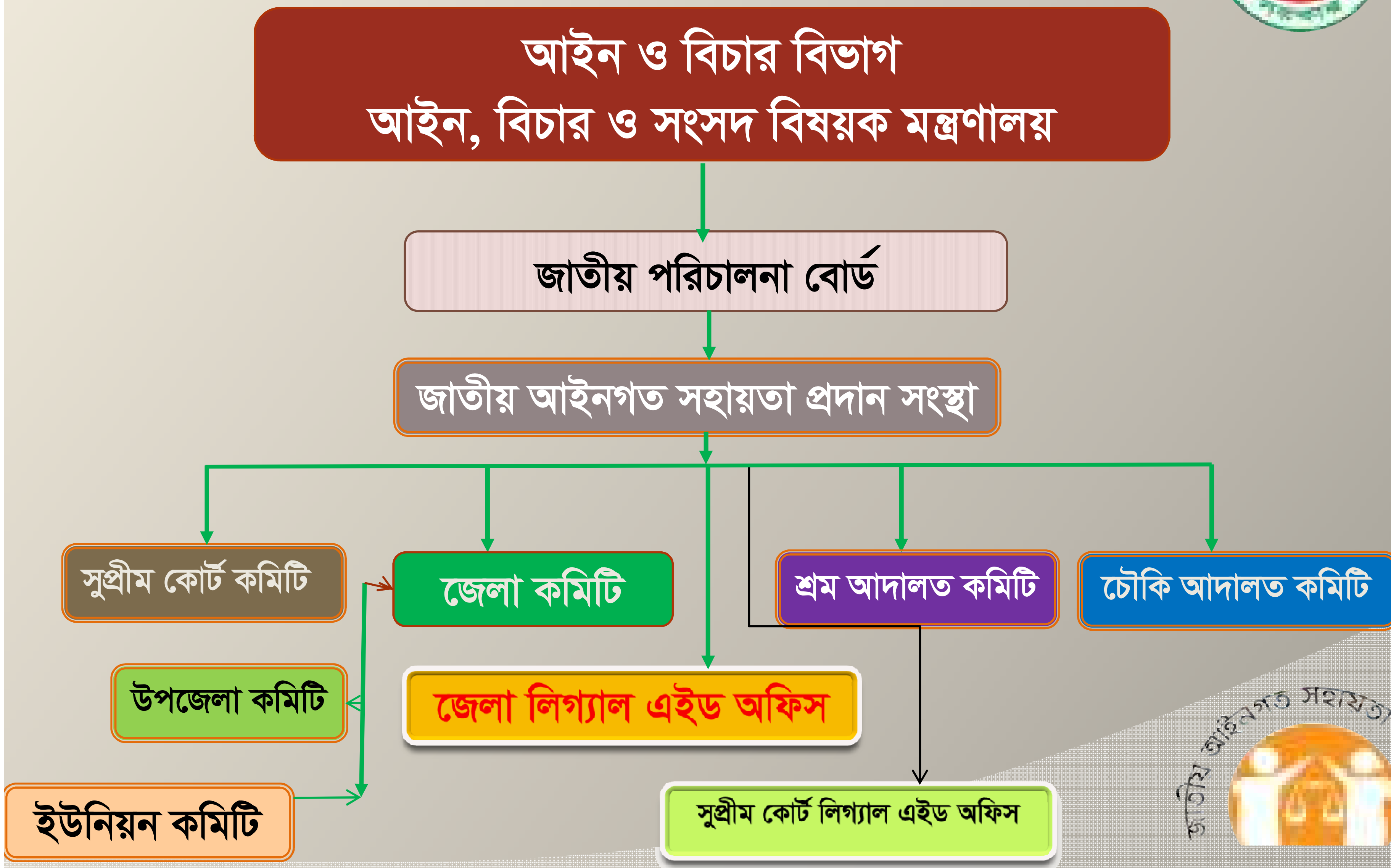

আইনগত সহায়তা কারা পাবে :

আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪ এর ২ নং বিধান অনুসারে :

- যেকোনো অসচ্ছল ব্যক্তি

➢ যার বার্ষিক গড় আয় সুপ্রীমকোর্টে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রের ১,৫০,০০০/- উর্দ্ধে নয় এবং

➢ অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে নয়;

➢ মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে ১,৫০০,০০০/- উর্দ্ধে নয় এবং

➢ শ্রমিকের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০/- উর্দ্ধে নয়;

- কর্মে অক্ষম, আংশিক কর্মক্ষম, কর্মহীন কোন ব্যক্তি;
- যেকোন শিশু;
- মানব পাচারের শিকার যেকোনো ব্যক্তি;
- শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার যেকোনো নারী ও শিশু;
- নিরাশ্রয় ব্যক্তি বা ভবঘুরে;
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের যেকোনো ব্যক্তি;

চলমান....

- বয়স্ক ভাতা পাচ্ছে এমন যেকোনো ব্যক্তি;
- পারিবারিক সহিংসতার শিকার বা এরূপ ঝুঁকিতে আছেন যেকোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি;
- ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্থ মাতা;
- দুর্বত্ত দ্বারা এসিডদগ্ধ নারী বা শিশু;
- আদর্শগ্রামে গৃহ/ভূমি বরাদ্দ প্রাপক;
- অসচ্ছল বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা এবং দুঃস্থ মহিলা;
- যেকোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;
- বিনা বিচারে আটককৃত অসচ্ছল ব্যক্তি;
- আদালত কর্তৃক বিবেচিত আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল ব্যক্তি;
- জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত বা সুপারিশকৃত অসহায় বা অসচ্ছল ব্যক্তি;
- আ্ইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত ব্যক্তি;

সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে গঠিত কমিটি

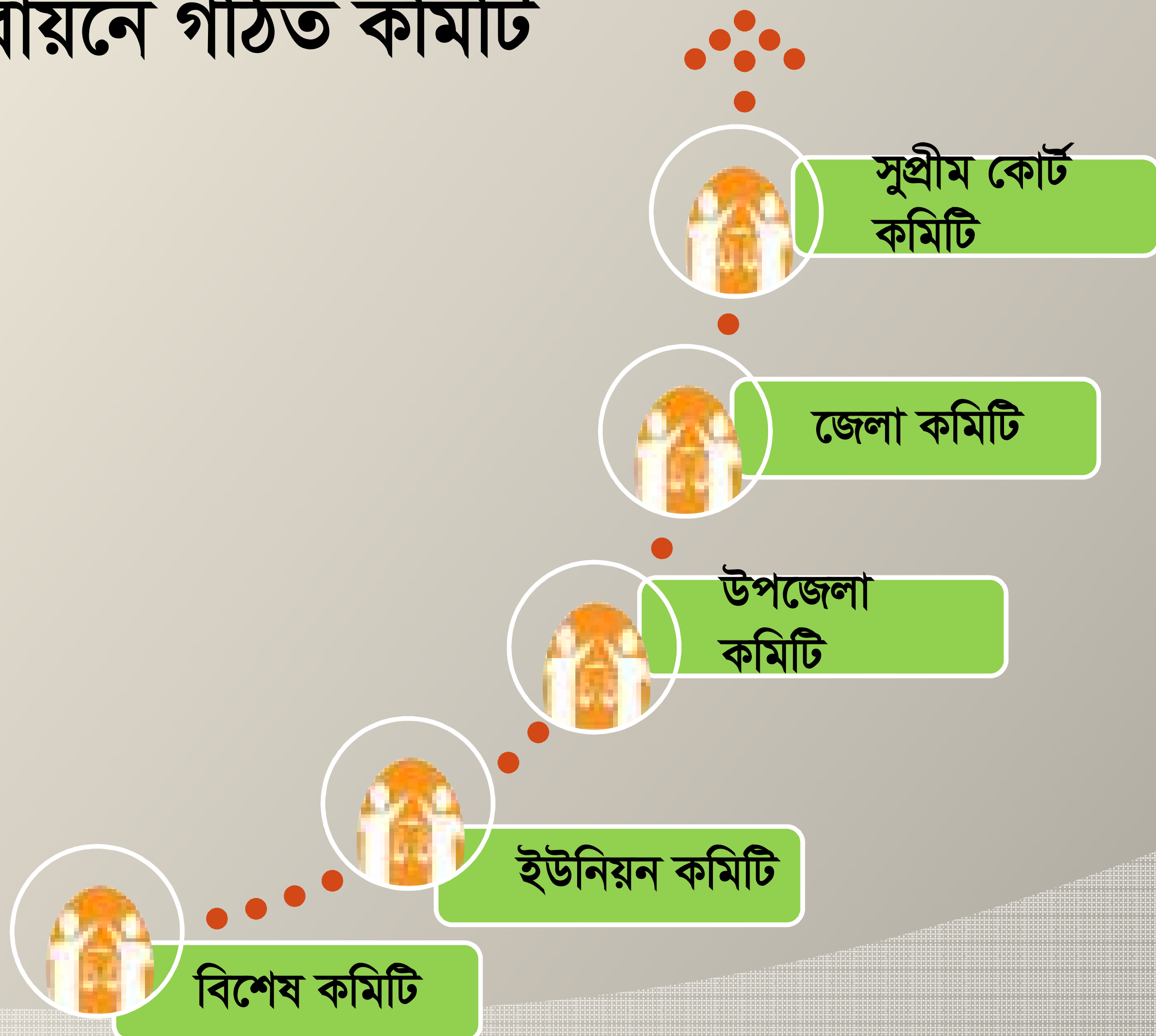

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

সুপ্রীম কোর্ট কমিটির কার্যাবলী কি ?

(আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ৮খ নং ধারা অনুসারে)

- সংস্থা কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে বিচারপ্রার্থীদের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- মঞ্জুরকৃত আবেদন বা দরখাস্তের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত আইনগত সহায়তার ধরন ও শর্ত নির্ধারণ করা;
- সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;
- সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

জেলা কমিটির কার্যাবলী কি ?

(আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ১০ নং ধারা মোতাবেক)

- সংস্থা কর্তৃক নিরূপিত নীতিমালা অনুসারে বিচারপ্রার্থীদের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে যতদূর সম্ভব আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- জেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি কি ?

(আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ১২ নং ধারা অনুসারে)

- সংস্থা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রতিটি উপজেলায় সংস্থার উপজেলা কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে সংস্থার ইউনিয়ন কমিটি গঠন করতে পারবে;

- প্রত্যেক উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি একজন চেয়্যারম্যান ও চৌদ্দজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং চেয়্যারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা, অপসারণ, পদত্যাগ ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে;

- উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং সভার কার্য পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি কার্যাবলী

কি?

❑উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির কার্যাবলী

- আইনগত সহায়তার আবেদন জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

❑ উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির সভা

- প্রতি দু'মাসে উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

❑ উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির প্রতিবেদন

- উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি প্রতি তিন মাসে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে জেলা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবে।

বিশেষ কমিটি কি?

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ১২ক নং ধারা অনুসারে :

সংস্থা , সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা শ্রম আদালত ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন আদালতে চৌকির জন্য পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারবে।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস প্রদত্ত সেবাসমূহ কি ?

- আইনগত পরামর্শ প্রদান;
- মামলা করার পূর্বে বিরোধ নিষ্পত্তি করা (প্রি-কেইস মেডিয়েশন);
- চলমান মামলা রেফার করার ভিত্তিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা (পোস্ট কেইস মেডিয়েশন)
- বিনামূল্যে ওকালতনামা সরবরাহ;
- মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ;
- আইনজীবীর ফি পরিশোধ;
- প্রকৃত কোর্ট ফি প্রদান; (এ্যাডভোলোরেম কোর্ট ফি ব্যতীত)
- মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ;
- বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের নকল সরবরাহ;
- ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ;
- ফৌজদারী মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ;
- মামলার সাথে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালায় নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ;

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস থেকে কি ধরনের মামলায় সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয় ?

ফৌজদারি মামলা	দেওয়ানি মামলা
•স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর বিয়ে	• সন্তানের অভিভাবকত্ব
• শারীরিক নির্যাতন	• ভরণপোষণ ও দেনমোহর আদায়
• যৌতুক দাবী বা যৌতুকের জন্য নির্যাতন	• বিবাহ বিচ্ছেদ
• এসিড নিক্ষেপ	• দলিল বাতিল
• পাচার	• স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা
• অপহরণ	• সম্পত্তি বন্টন বা বাটোয়ারা
• ধর্ষণ	• ঘোষণামূলক মামলা
• আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক আটক বা গ্রেফতার	• চুক্তি সংক্রান্ত মামলা
• আইন দ্বারা নির্ধারিত ফৌজদারী মামলাসমূহ	• সুনির্দিষ্ট কোর্ট ফি নির্ধারিত দেওয়ানী মামলাসমূহ

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস প্রদত্ত সেবাসমূহ কি ?

- আইনগত পরামর্শ প্রদান;
- মামলা দায়ের ও পরিচালনা;
- মামলার গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান;
- প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে মামলার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন।

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস থেকে কি ধরনের মামলায় সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয় ?

ফৌজদারি	দেওয়ানি
• ফৌজদারী আপীল	• দেওয়ানী আপীল
• ফৌজদারী রিভিশন	• দেওয়ানী রিভিশন
বিবিধ	
• জেল আপীল	
• রীট পিটিশন (সীমিত)	
• লিভ-টু-আপীল	

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল থেকে প্রদত্ত সেবাসমূহ কি ?

- আইনগত পরামর্শ প্রদান;
- অনুযোগপত্র প্রণয়নে সহযোগিতা করা;
- মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা;
- শ্রমিকদের পক্ষে শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা;
- প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে মামলার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন।

লিগ্যাল এইড অফিসার এর কার্যাবলী কি ?

- আইনী পরামর্শ প্রদান,
- বিকল্প বিরোধ পদ্ধতি প্রয়োগ;
- আইনগত সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা ,
- প্যানেল আইনজীবী তালিকা প্রণয়ণ ও মামলা বন্টন;
- মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি পরিচালনা তদারকি করা;
- আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫ এর ৯ নং বিধান প্যানেল আইনজীবী পালনে ব্যর্থ হলে তার নাম কর্তন এর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- কেইস ডায়েরী সংরক্ষণ ও কার্যতালিকা প্রকাশ করা,
- লিগ্যাল এইড অফিসের প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন;
- আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন;
- প্রতি মাসে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সভার আয়োজন করা;
- মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি পরিচালনা তদারকি লক্ষ্যে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;
- সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- দৈনন্দিন কার্যক্রম/অফিস পরিচালনা;
- সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা;

বিবিধ দায়িত্ব

আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা-২০১৫ অনুসারে:

(ক) আইনগত সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারাধীন মামলাসমূহের তদারকি এবং মানসম্মত আইনি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি ৪ মাস অন্তর অন্তর তালিকাভূক্ত আইনজীবীগণের দায়িত্ব, মামলা-মোকদ্দমার অগ্রগতি এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে;

(খ) বিচারপ্রার্থী জনগণের স্বার্থরক্ষা এবং আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীর পারস্পরিক সম্পর্কন্নোয়নে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের সমন্বয়ে প্রতি ৬ মাসে কমপক্ষে একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।

বিবিধ দায়িত্ব (চলমান)

(গ) মামলার প্রাসঙ্গিক খরচ, ইত্যাদি পরিশোধ

জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটির নিকট আইনগত সহায়তার জন্য আবেদনকৃত কোন মামলায় সংশ্লিষ্ট কমিটি উপযুক্ত মনে করলে প্রবিধান ১০ এ উল্লিখিত খরচাদির অতিরিক্ত মামলার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খরচাদি যেমনঃ- ডি.এন.এ (Deoxyribo Nucleic Acid) পরীক্ষা, পলাতক আসামীর জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ইত্যাদি, সংস্থার পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট কমিটির তহবিল হতে নির্বাহ করা যাবে।

(ঘ) ফৌজদারি মামলার আসামী ও কারাবন্দীদের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ

সংস্থা, ফৌজদারি অপরাধের দায়ে গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তি কিংবা ফৌজদারি মামলার বিচারাধীন আসামীকে তাৎক্ষনিকভাবে (Instantly) প্রাথমিক আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোর্ট হাজত, থানা, কারাগার অথবা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রচলিত বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

বিবিধ দায়িত্ব (চলমান)

(ঙ) সুপ্রীমকোর্ট কমিটি বা ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটির অধীন তালিকাভূক্ত কোন আইনজীবী প্রবিধান ৯ এ উল্লিখিত বিষয়াবলী প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হলে কিংবা কোনরূপ অসদাচারণমূলক কার্য করলে সংশ্লিষ্ট কমিটি উক্ত আইনজীবীকে, যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান করে, আইনজীবীগণের তালিকা হতে তার নাম কর্তন করতে পারবে।

ব্যাখ্যাঃ ‘অসদাচরণমূলক কার্য’ বলতে-

(ক) বিচারপ্রার্থী ব্যক্তি হইতে অর্থ দাবী বা গ্রহণ বুঝাবে;

(খ) মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনায় গাফিলতিকে বুঝাবে; বা

(গ) সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট কোন কমিটি কর্তৃক চাহিত প্রতিবেদন নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ে দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়াকে বুঝাবে।

বিবিধ দায়িত্ব (চলমান)

(চ) "আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫" এর ১৬ নং বিধান অনুসারে :

(১) দৈনন্দিন ভিত্তিতে এর আওতাধীন চলমান মামলা-মোকদ্দমাসমূহ তদারকির লক্ষ্যে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত তথ্য সম্বলিত একটি কেস ডায়েরী সংরক্ষণ করবে; এবং

(২) প্রত্যেক কর্ম দিবসের শুরুতে এর আওতাধীন চলমান মামলাসমূহের ধার্য তারিখ সম্বলিত একটি কার্যতালিকা বিচারপ্রার্থীগণের অবগতির জন্য লিগ্যাল এইড অফিসের সম্মুখে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাবার ব্যবস্থা করবে।

প্যানেল আইনজীবীর দায়িত্ব কি ?

"আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫" এর ০৯ নং বিধান অনুসারে :

(ক) মামলা পরিচালনার জন্য বিচারপ্রার্থীদের নিকট হতে কোন ফি বা খরচাদি দাবী করবে না;

(খ) সংশ্লিষ্ট মামলার প্রতিবেদন কমিটি বরাবর, সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রেরণ করবেন;

(গ) সংশ্লিষ্ট মামলার অগ্রগতি কিংবা তথ্যগত বিষয়াদি, বিচারপ্রার্থী এবং প্রতিমাসে সংশ্লিষ্ট কমিটির বরাবরে প্রেরণ করবেন।

আবেদনকারীর দায়িত্ব কি ?

সরকারি আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত/ অনুমোদিত প্রত্যেক আবেদনকারীর দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) দাখিলকৃত আবেদন ফরমে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ তথ্য প্রদান;

(খ) সুপ্রীমকোর্ট কমিটি বা ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটির পক্ষে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা কিংবা প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অফিসে বা চেম্বারে অথবা ক্ষেত্রমত, আদালতে উপস্থিত হয়ে সহায়তা প্রদান ; এবং

(গ) সুপ্রীমকোর্ট কমিটি বা ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সকল শর্তাবলী প্রতিপালন।

হেল্প লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ

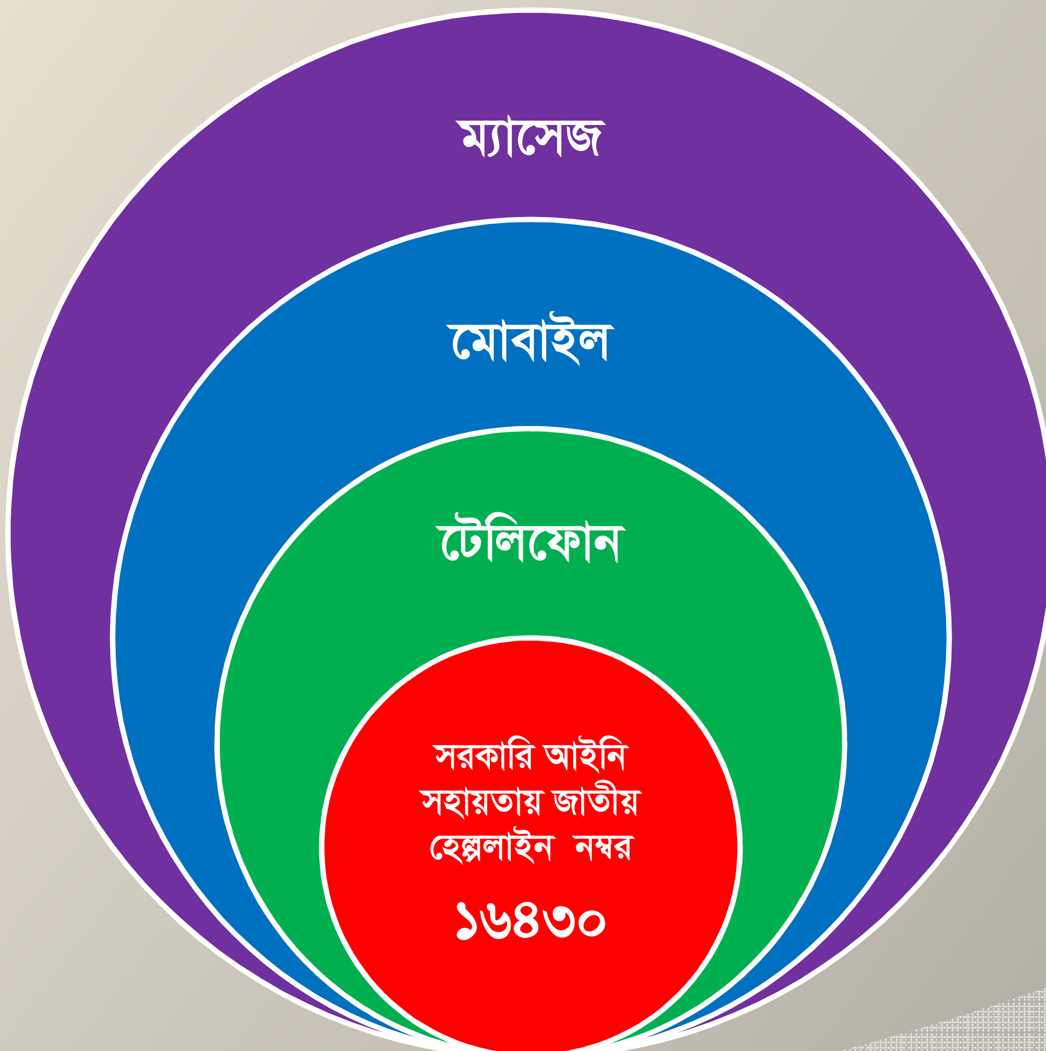

ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগ

- www.nlaso.gov.bd.com
- www.facebook.com/bdnlaso
- Youtube :
  National Legal Aid Services Organization

যোগাযোগের ঠিকানা :

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস
জেলা জজ আদালত ভবন (সকল)

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল
শ্রম আদালত ভবন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম